সংবাদ

তারিখ ... 15 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

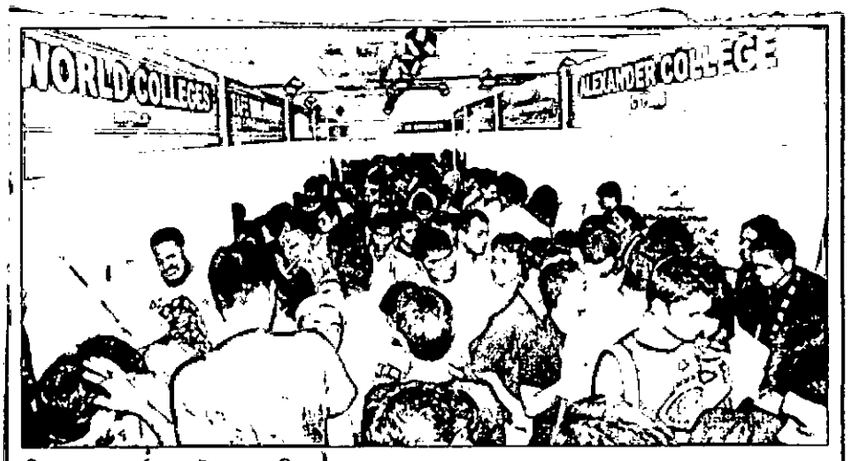

শিক্ষা মেলায় দর্শকদের উপচেপড়া ভিড়

আজ শেষ হচ্ছে সপ্তম আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নত লাভ করতে পারে না। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আমাদের পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা কম। এ জন্য দেশের শিক্ষার্থীদের একটা অংশ উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পরও উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে পারে না। এ বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রেখে বিএসবি ফাউন্ডেশন আয়োজন করেছে শিক্ষামেলার। এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে সপ্তম আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলা। এর আগে ৬ বার এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল শুক্রবার মেলার দ্বিতীয় দিনেও ছিল ছিল প্রচণ্ড ভিড়। বিদেশে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়ে জমে ওঠে মেলা। স্পট ডমিশনে দেয়া হয়েছে বিশেষ ড়। এ ছাড়কে কাজে লাগাতে ব্যস্ত ক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তিন নব্যাপী মেলা আজ শেষ হবে।

হাটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত এ মেলায় দশী-বিদেশী ৪১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ংশ নিয়েছে। মেলায় যুক্তরাষ্ট্র, ক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, উজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ফনল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, াইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তানের বিভি- ইনস্টিটিউট, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নিয়েছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিএসবি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, কিংস কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ, প্রাইম এশিয়ান কলেজ উল্লেখ যোগ্য। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলে। মেলায় টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে ১০ টাকা।

মেলায় আসা নাহিদ জানায়, গত বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাস করেছি। মেডিকেলে পড়ার খুব শখ ছিল অনেক চেষ্টাও করেছি। কিন্তু চান্স পাইনি। এজন্য প্রাইভেট মেডিকেলে পড়ব। মেলায় বেশ ছাড় দেয়া হয়েছে এজন্য এখানে এসেছি। আরেক আসা শিক্ষার্থী বেলাল জানায়, বিদেশে পড়ার খুব শখ। এ মেলা সে তা পূরণের ব্যবস্থা করেছে।

তাই সে মেলায় এসেছে। সে জানায়, হোটেল ম্যানেমেন্ট পড়ব। কারণ এ বিষয়ে পড়া একটু সোজা এবং সহজেই চাকুরি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ শেষ করেছে তানিয়া। সে জানায় এমবিএ বিদেশে গিয়ে করবে।

মেলায় অংশ নেয়া মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক জয় আরবিন্দ জানান, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় টিউশন ফি কম। মেধাবীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও মেলা উপলক্ষে দেয়া হয়েছে বিশেষ ছাড়। তিনি জানান, শুধু বাংলাদেশী ছাত্র নয় অনেক দেশের ছাত্র তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।

মেলার প্রধান নির্বাহী পরিচালক লায়ন এম কে বাশার জানান, এ মেলার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশী-বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান যাচাই করতে পারবে। আর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এ ধরনের মেলা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মেলার নির্বাহী পরিচালক লায়ন সেলিমা রওশন জানান, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার জন্য যুক্তরাজ্যকে বেশি পছন্দ করে। আর হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং মেডিকেল পড়তে বেশি আগ্রহী তারা। মেলায় বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর তুলনায় পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন কম থাকায় অনেকেই বাইরে পড়তে চান। এ জন্য এ ধরনের মেলা তাদের বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের মেলা খুবই জরুরি। অষ্টম শিক্ষামেলা ২০১০ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

-আবু আলী